সরকারি অর্থসংস্থান

রাজস্ব গতিধারা-উচ্চতর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অর্জনের জন্য কৌশল

৮.১ অর্থবছর ০৭ বাজেটের মৌল ভিত্তি ছিল দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্রে নির্ধারিত বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো। এ বাজেটে রাজস্ব নীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। অর্থবছর ০৭ বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে সহায়তা দান। যদিও মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ও ব্যয় উভয়ই লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের অর্জনের তুলনায় এগুলো বেশি দাঁড়ায়। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতি, যা অর্থবছর ০৬-এর অনুপাতের তুলনায় কম ছিল, তা প্রাথমিকভাবে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার সমান দাঁড়ায়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ জিডিপি'র ২.১ শতাংশে সীমিত রাখা হয়।

অর্থবছর ০৭ বাজেটের মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য নিরসন। সরকার দারিদ্র্য সমস্যার সাথে অন্বয়যুক্ত একগুচ্ছ কৌশল অবলম্বন করে। এসব কৌশলসমূহের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সুশাসন নিশ্চিত করা এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

যদিও অর্থবছর ০৭-এর সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায় অর্থবছর ০৬-এর অর্জনের তুলনায় ১০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, এটি মূল প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১ শতাংশের তুলনায় কম হয়। অন্যদিকে, অর্থবছর ০৬-এর চলতি ব্যয়ের তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ চলতি ব্যয় উচ্চতর প্রবৃদ্ধি হার ২০.৮ শতাংশ প্রদর্শন করে। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ প্রত্যাশিত পরিমাণের তুলনায় কম ছিল বলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সংশোধনপূর্বক কমিয়ে ২১৬.০ বিলিয়ন

সারণী ৮.১ সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ০৬*	জিডিপি'র শতকরা হার	অর্থবছর ০৭*	জিডিপি'র শতকরা হার	অর্থবছর ০৮**	জিডিপি'র শতকরা হার
মোট রাজস্ব	**৪৪৮.৭**	**১০.৮**	**৪৯৪.৭**	**১০.৬**	**৫৭৩.০**	**১০.৮**
ক) কর	৩৬১.৮	৮.৭	৩৯২.৫	৮.৪	৪৫৮.৪	৮.৬
খ) কর বহির্ভূত	৮৬.৯	২.১	১০২.২	২.২	১১৪.৬	২.২
মোট ব্যয়	**৬১০.৬**	**১৪.৭**	**৬৬৮.৪**	**১৪.৩**	**৮৭১.৪#**	**১৬.৪**
ক) চলতি	৩৪৮.১	৮.৪	৪২০.৬	৯.০	৪৮৪.৩	৯.১
খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২১৫.০	৫.২	২১৬.০	৪.৬	২৬৫.০	৫.০
গ) অন্যান্য	৪৭.৫	১.১	৩১.৮	০.৭	১২২.১	২.৩
বাজেট ঘাটতি	**১৬১.৯**	**৩.৯**	**১৭৩.৭**	**৩.৭**	**২৯৮.৪**	**৫.৬**

উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮, অর্থ মন্ত্রণালয়।
*= সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন, # বিপিসি'র দায়সহ।

টাকায় আনা হয়। অর্থবছর ০৭-এ ৩.৭ শতাংশ বাজেট ঘাটতি প্রক্ষেপিত পরিমাণের সমান ছিল।

অর্থবছর ০৭ বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

(ক) রাজস্ব প্রাপ্তি

৮.২ ৫২৫.৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্থবছর ০৭-এ রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৪৯৪.৭ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ০৬-এর প্রাপ্তির তুলনায় ১০.৩ শতাংশ বেশি (সারণী ৮.১)। কর রাজস্ব যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির ৭৯.৩ শতাংশ, অর্থবছর ০৬-এর ১৩.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় শথতর ৮.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।

অর্থবছর ০৭-এ কর-বহির্ভূত রাজস্ব পূর্ববর্তী অর্থবছরে ১৯.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় ধীরতর ১৭.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করে। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ০৬-এর ১০.৮ শতাংশের তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ ১০.৬ শতাংশে নেমে আসে। একইভাবে, জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট কর রাজস্ব পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৮.৭ শতাংশ থেকে কমে অর্থবছর ০৭-এ ৮.৪ শতাংশে

দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৭ বাজেটে প্রধান রাজস্ব পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

- যে সকল করদাতা সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হারে কর প্রদান করেন তাদেরকে ২০০৭-০৮ করবছরে ১০ শতাংশের অধিক আয়ের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে কর রেয়াত প্রদান।
- কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, পাট এবং বস্ত্র শিল্পের জন্য কর অব্যাহতি ও রেয়াত সুবিধা ৩০ জুন ২০০৮ পর্যন্ত বর্ধিত।
- Diamond cutting ও polishing শিল্পের জন্য ১৫ শতাংশ আয়কর।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত নতুন যন্ত্রপাতির ওপর প্রথম বছরেই ১০০ শতাংশ Depreciation allowance অনুমোদনের পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রথম তিন বছরে যথাক্রমে ৫০, ৩০, এবং ২০ শতাংশ হারে Accelerated depreciation allowance অনুমোদন।
- আয়কর রেয়াতের জন্য অনুমোদিত বিনিয়োগের পরিমাণ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় নির্বিশেষে ২০০,০০০ টাকা থেকে ২৫০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি।
- চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করে নগদ রপ্তানি সহায়তার ওপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন।
- ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের জন্য পরিশোধিত বিলের ওপর ৩ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর।
- কোম্পানীর লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা অথবা টার্নওভারের ০.৫ শতাংশ এর মধ্যে যেটি বেশি তা আয়কর হিসেবে প্রদান।
- মধ্যবর্তী পণ্য ও মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর যথাক্রমে ১২ শতাংশ ও ৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক। শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল ও তৈরি পণ্যের ওপর যথাক্রমে শূন্য শতাংশ ও ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক।
- ১৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ হারের দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক।
- পোল্ট্রি ফিড তৈরির মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং পোল্ট্রি শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণের ওপর থেকে সব আমদানি শুল্ক ও কর প্রত্যাহার।
- প্লাস্টিক ও মেলামাইন শিল্পের কতিপয় মৌলিক কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক হার ১৩ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস।
- Diodes, Transistors, Semi-conductor device এবং Compressor-এর ওপর আমদানি শুল্ক হার ১৩ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস।
- সেলুলার মোবাইল টেলিফোন সেটের ওপর শুল্ক সেট প্রতি ৩০০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় হ্রাস। সেলুলার ফিক্সড অয়্যারলেস টেলিফোন সেটের ওপর সেট প্রতি ২০০ টাকা হারে শুল্ক আরোপ।

৮.৩ অর্থবছর ০৭ বাজেটে আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর উচ্চতর ২৮.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ অর্থবছর ০৬-এ ১৯.২ শতাংশের তুলনায় ২২.৭ শতাংশে উন্নীত করে (সারণী ৮.২)। আবগারি শুল্ক, যানবাহন কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), ভূমি রাজস্ব এবং আমদানি শুল্ক হতে প্রাপ্তি যথাক্রমে ১৮.৮ শতাংশ, ১২.১ শতাংশ, ১০.৩ শতাংশ, ৫.৩ শতাংশ এবং ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সম্পূরক শুল্ক এবং স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল) হতে কর রাজস্ব প্রাপ্তি যথাক্রমে ৪.৫ শতাংশ ও ১.০ শতাংশ হ্রাস পায়। অন্যান্য উৎসের মধ্যে অন্যান্য কর ও শুল্ক এবং মাদক শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

৮.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি এবং ডাক বিভাগ বাবদ প্রাপ্তি অধিক মাত্রায় যথাক্রমে ৫৭.৫ শতাংশ, ৪২.৫ শতাংশ, ১৯.৮ শতাংশ, এবং ১৮.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অন্যান্য উপ-খাতগুলোর মধ্যে ছিল জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, ১৪.৩ শতাংশ; প্রশাসনিক ফি, ৯.১ শতাংশ; অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়, ৬.৯ শতাংশ; টোল ও লেভি, ৬.৭ শতাংশ; প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি, ৪.৩ শতাংশ; এবং তার ও টেলিফোন বোর্ড, ২.৮ শতাংশ। সেবা বাবদ প্রাপ্তি ও রেলপথ বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে ২.১ শতাংশ ও ১.৯ শতাংশ হ্রাস পায়। মূলধন রাজস্ব এবং ভাড়া ও ইজারা বাবদ প্রাপ্তি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

(খ) ব্যয়

৮.৫ অর্থবছর ০৭ সংশোধিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় দাঁড়ায় ৬৬৮.৪ বিলিয়ন টাকা, যা ৬৯৭.৪ বিলিয়ন টাকা প্রাথমিক প্রক্ষেপণের তুলনায় ৪.২ শতাংশ কম, এবং অর্থবছর ০৬-এ ৬১০.৬ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ের তুলনায় ৯.৫ শতাংশ বেশি। অর্থবছর ০৭-এ ৪২০.৬ বিলিয়ন টাকা চলতি ব্যয় প্রাথমিক প্রক্ষেপণ ৩৯৫.৪ বিলিয়ন টাকার চেয়ে

৬.৪ শতাংশ বেশি ছিল। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ প্রত্যাশিত পরিমাণের তুলনায় কম হওয়ায় ২১৬.০ বিলিয়ন টাকা উন্নয়ন ব্যয় প্রাথমিকভাবে স্থিরীকৃত ২৬০.০ বিলিয়ন টাকা অপেক্ষা ১৬.৯ শতাংশ কম ছিল (সারণী ৮.১)।

৮.৬ অর্থবছর ০৭-এ কয়েকটি খাতে অর্থাৎ সামাজিক খাত, অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ, প্রতিরক্ষা, জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, কৃষি খাত, স্থানীয় সরকার ও পলি-উন্নয়ন খাতে চলতি ব্যয় প্রাথমিক বরাদ্দকে অতিক্রম করে। অর্থবছর ০৭-এ প্রস্তাবিত অনুন্নয়নমূলক চলতি ব্যয়ে নিম্নোক্ত সংশোধনীসমূহ ছিল ঃ

- জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫-এর ভাতাদি কার্যকর, কতিপয় মন্ত্রণালয়ের আওতায় নতুন নিয়োগ (বিশেষত কৃষি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা) এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদ রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির কারণে বেতন-ভাতা খাতে ১১.৬ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- কৃষি ভর্তুকি খাতে ৪.৪ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়।
- কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বিদ্যুৎ, পৌরকর, ভূমিকর, টেলিফোন, ভ্রমণ ব্যয়, আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট, প্রশিক্ষণ ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, হায়ারিং চার্জ, সেমিনার-কনফারেন্স, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়, সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক ইত্যাদির জন্য সরবরাহ ও সেবা খাতে প্রায় ৫.২ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- সুদ পরিশোধ খাতে ১৫.২ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৮.৭ অর্থবছর ০৭-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২৬০.০ বিলিয়ন টাকা থেকে সংশোধনপূর্বক ১৬.৯ শতাংশ কমিয়ে ২১৬.০ বিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়। প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে মোট ব্যয়ের ৩০.১ শতাংশ অবকাঠামো খাতে (বিদ্যুৎ; তেল, গ্যাস, ও প্রাকৃতিক সম্পদ; পরিবহন এবং যোগাযোগ) ও ২৪.৫ শতাংশ সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও ধর্ম এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ) ব্যয় করা হয়।

সারণী ৮.২ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ০৬*	অর্থবছর ০৭*	অর্থবছর ০৮**
কর রাজস্ব	**৩৬১.৮**	**৩৯২.৫**	**৪৫৮.৪**
মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	১২৪.০	১৩৬.৮	১৫৮.৯
আমদানি শুল্ক	৮২.৪	৮২.৮	৯৩.৬
সম্পূরক শুল্ক	৬৩.৯	৬১.০	৭১.৭
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৬৯.৬	৮৯.২	১০৮.৪
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল)	৯.৬	৯.৫	১০.৩
আবগারি শুল্ক	১.৬	১.৯	২.০
ভূমি রাজস্ব	৩.৮	৪.০	৪.৬
যানবাহন কর	৩.৩	৩.৭	৪.৪
মাদক শুল্ক	০.৫	০.৫	০.৫
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৩.১	৩.১	৪.০
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	**৮৬.৯**	**১০২.২**	**১১৪.৬**
তার ও টেলিফোন বোর্ড	১৭.৭	১৮.২	১৯.৩
প্রশাসনিক ফি	১১.০	১২.০	১৩.১
লভ্যাংশ ও মুনাফা	১২.৭	২০.০	২৪.৭
সুদ	৭.৩	১০.৪	১১.১
মূলধন রাজস্ব	০.৬	০.৬	০.৬
সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৪.৭	৪.৬	৫.৪
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	২.৯	৩.১	৪.১
ভাড়া ও ইজারা	১.০	১.০	০.৮
প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	৬.৯	৭.২	৯.৩
টোল ও লেভি	১.৫	১.৬	১.৯
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	০.৭	০.৮	০.৯
রেলপথ	৫.২	৫.১	৫.৬
ডাক বিভাগ	১.৬	১.৯	২.০
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	১৩.১	১৫.৭	১৫.৮
মোট	**৪৪৮.৭**	**৪৯৪.৭**	**৫৭৩.০**

উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮, অর্থ মন্ত্রণালয়।
* = সংশোধিত বাজেট ** = বাজেট প্রাক্কলন।

চার্ট ৮.১

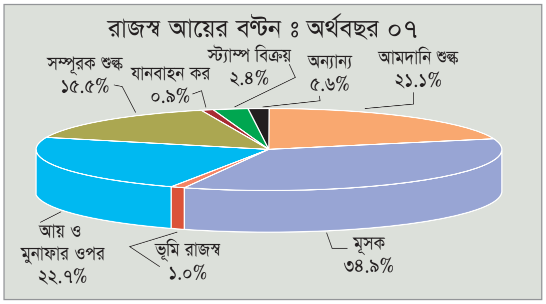

চার্ট ৮.২

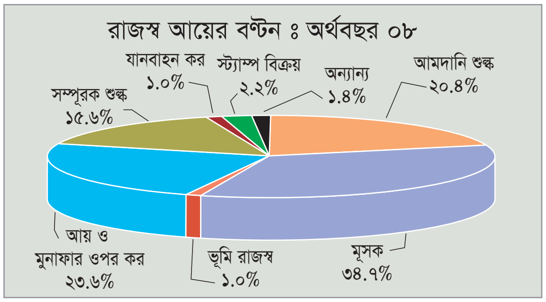

(গ) অর্থবছর ০৭ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

৮.৮ অর্থবছর ০৭ সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি দাঁড়ায় ১৭৩.৭ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ চলতি মূল্যে জিডিপি'র ৩.৭ শতাংশ। এ অনুপাত প্রাথমিকভাবে প্রক্ষেপিত অনুপাতের সমান। অর্থবছর ০৭-এ ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশ ছিল ১০০.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ২.১ শতাংশ)। এর মধ্যে ৬৫.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ১.২ শতাংশ) ছিল ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ (চার্ট ৮.৩)। ঘাটতির অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের অন্য অংশ ৩৫.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ০.৭ শতাংশ) ছিল ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ, প্রধানত জনগণের নিকট গচ্ছিত জাতীয় সঞ্চয়পত্র। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের বৈদেশিক অর্থায়ন উপাদান, যার মধ্যে আছে বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ, ছিল ৭৩.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ১.৬ শতাংশ)। অভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণের উপর সুদজনিত ব্যয় দাঁড়ায় ৯১.৫ বিলিয়ন টাকা (মোট চলতি ব্যয়ের ২১.৮ শতাংশ)। যেহেতু বৈদেশিক সরকারি ঋণ আনুকূল্যপ্রাপ্ত ছিল, সেহেতু তা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও সুদজনিত ব্যয় ছিল ১৩.০ বিলিয়ন টাকা।

অর্থবছর ০৮ বাজেট ঃ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের দলিল

৮.৯ জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশল "Unlocking the Potential : National Strategy for Accelerated Poverty Reduction" (NSAPR)-এর ওপর ভিত্তি করে অর্থবছর ০৮ বাজেট প্রণয়ন করা হয়। কৌশলটির মেয়াদকাল (২০০৪-২০০৭) জুন ২০০৮ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় বাজেটটি তৈরি করা হয়। এ কাঠামোর অনুমান ভিত্তি হচ্ছে ঃ অর্থবছর ০৮-এ জিডিপি ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং এ ধারা মধ্যমেয়াদেও অব্যাহত থাকবে; বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশে নেমে আসবে এবং মধ্যমেয়াদে সংহত ও সতর্ক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির কারণে ক্রমান্বয়ে তা আরো হ্রাস পাবে; বৈদেশিক খাত ও অভ্যন্তরীণ খাত থেকে স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী কোন অভিঘাত আসবে না; কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের ভিত্তি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে; অধিকতর দক্ষ কর আদায় ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়ানো হবে।

অর্থবছর ০৮ বাজেটের মোট আকার দাঁড়ায় ৮৭১.৪ বিলিয়ন টাকা। প্রাক্কলিত অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় হলো যথাক্রমে ৫২৯.৩ বিলিয়ন টাকা ও ২৮৪.৮ বিলিয়ন টাকা। বাজেটে

সারণী ৮.৩ রাজস্ব ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ০৬*	অর্থবছর ০৭*	অর্থবছর ০৮**
সামাজিক খাত	১০৬.১	১৩৪.১	১৫০.১
জন প্রশাসন	৪২.৪	৪২.৮	৫৬.৮
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৬২.৫	৭৮.৫	৯৪.৬
প্রতিরক্ষা	৩৩.৫	৪১.৫	৩৯.৯
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৮.৩	৩৮.৫	৩৯.৫
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১২.৯	১৩.০	১৩.২
কৃষি খাত	১৯.৬	২৮.২	৪১.০
পরিবহন ও যোগাযোগ	২৩.৮	২২.৯	২৮.২
স্থানীয় সরকার ও পলি-উন্নয়ন	১১.২	১৪.২	১৩.০
গৃহায়ন	৫.০	৫.০	৫.৭
অন্যান্য	২.৮	১.৯	২.৩
মোট ঃ	**৩৪৮.১**	**৪২০.৬**	**৪৮৪.৩**

উৎস ঃ বাজেটের সংপ্তিসার ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮, অর্থ মন্ত্রণালয়।
* = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

সারণী ৮.৪ সামাজিক খাতে ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ০৬*	অর্থবছর ০৭*	অর্থবছর ০৮**
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৬৩.৬	৭৯.৫	৮৬.১
স্বাস্থ্য	১৯.৯	২৬.০	২৭.৮
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৩.৫	৪.৫	৫.৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	০.২	০.২	০.২
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	১৮.৯	২৩.৯	৩০.৭
মোট ঃ	**১০৬.১**	**১৩৪.১**	**১৫০.১**

উৎস ঃ বাজেটের সংপ্তিসার ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮, অর্থ মন্ত্রণালয়।
* = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

সারণী ৮.৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ

(শতকরা হার)

	অর্থবছর ০৬*	অর্থবছর ০৭*	অর্থবছর ০৮**
কৃষি	৫.১	৬.০	৬.০
পলি-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১৪.৬	১৫.৯	১৩.৪
পানি সম্পদ	৩.১	২.৭	৩.২
শিল্প	১.৬	১.৩	১.৩
বিদ্যুৎ	১৫.৭	১২.৯	১৩.৭
তেল, গ্যাস, ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১.৬	০.৭	২.৮
পরিবহন	১৩.১	১৩.৯	১২.৫
যোগাযোগ	৩.৫	২.৬	২.১
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন	৬.৯	৬.৪	৬.০
শিক্ষা ও ধর্ম	১৩.৩	১৩.৬	১৪.২
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৯.৮	১০.৯	১০.৩
অন্যান্য	১১.৭	১৩.১	১৪.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৭-২০০৮।
* = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসংস্থান সৃজন ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাবদ ১৫.১ বিলিয়ন টাকা এবং এডিপি-বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও স্থানান্তর বাবদ ৪.৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোট বাজেটের ৩৪.৪ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে, সামাজিক অবকাঠামো খাতে ৩৪.৩ শতাংশ, জন প্রশাসন খাতে ১৯.৩ শতাংশ এবং সরকারি সুদ পরিশোধ ও নীট ঋণদান বাবদ ব্যয়িত হবে অবশিষ্টাংশ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচিতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলে মোট বাজেটের ৫৭ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অনুকূলে মোট বাজেটের ১০.৬ শতাংশ রাখা হয়েছে।

অর্থবছর ০৮ বাজেটে নির্দেশিত মূল্য নীতির কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্ষতির বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ থেকেছে বাস্তবতা বিবর্জিত। তেল ও বিদ্যুতের বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয়ের অনেক নিচে। এটি অর্থনীতির ওপর আধা-রাজস্ব ব্যয় (প্রচ্ছন্ন ব্যয়) আরোপ করে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)-এর বিপুল ক্ষতির ফলে উদ্ভূত ক্রমপুঞ্জীভূত দায় বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। বাজেটে সরকার বিপিসি'র ৭৫.২ বিলিয়ন টাকার দায় গ্রহণ করেছে। পিডিবি'র সম্ভাব্য ঘাটতি পূরণের জন্য ৩ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের সংখ্যা কমিয়ে এবং শুধু দরিদ্রমুখী ও প্রবৃদ্ধিবর্ধক প্রকল্প নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহারকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করার প্রক্রিয়া সরকার শুরু করেছে। অর্থবছর ০৭-এর উন্নয়ন বাজেটে থোক বরাদ্দ ছিল মোট বরাদ্দের ১৬ শতাংশ। অর্থবছর ০৮-এ এটি ৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

অর্থবছর ০৮-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ২৬৫.০ বিলিয়ন টাকা প্রস্তাব করা হয়, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২২.৭ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে গতানুগতিক ধারণা সংশোধন করা হয়েছে এবং জাতীয় অগ্রাধিকার, আঞ্চলিক সমতা ও সম্পদের প্রাপ্তব্যতার দিকে খেয়াল রেখে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট বরাদ্দের ২৩ শতাংশ রাখা হয়েছে কৃষিখাতের (কৃষি, পলি- উন্নয়ন ও পানি সম্পদ) জন্য। অন্যান্য খাতে বরাদ্দের মধ্যে আছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, ১৬ শতাংশ; শিক্ষা, ১৪ শতাংশ; স্বাস্থ্য, ১২ শতাংশ এবং

চার্ট ৮.৩

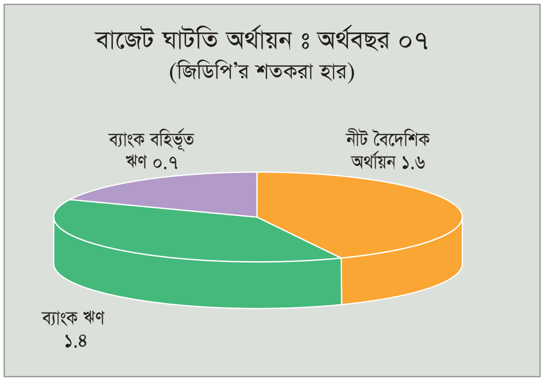

চার্ট ৮.৪

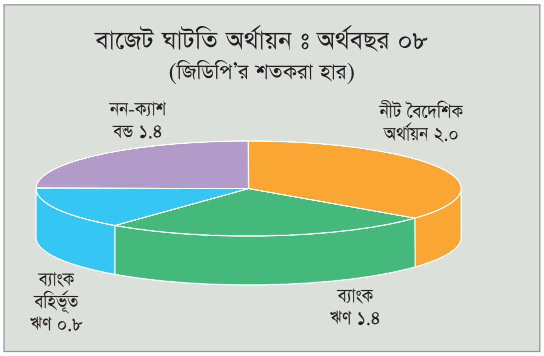

পরিবহন ১০ শতাংশ। বিভিন্ন অঞ্চলে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ ৩৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। মোট উন্নয়ন ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২৮৪.৮ বিলিয়ন টাকায়, যা জিডিপি'র ৫.৪ শতাংশ। এ প্রস্তাবিত উন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২১.৪ শতাংশ বেশি।

(ক) রাজস্ব প্রাপ্তি

৮.১০ পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় অর্থবছর ০৮-এ রাজস্ব প্রাপ্তি ১৫.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৩.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। অর্থবছর ০৭-এ কর ও কর-বহির্ভূত প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৮.৫ শতাংশ ও ১৭.৬ শতাংশের তুলনায় অর্থবছর ০৮-এ যথাক্রমে ১৬.৮ শতাংশ ও ১২.১ শতাংশ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর ফলে অর্থবছর ০৭-এর ১০.৬ শতাংশ রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৮-এ ১০.৮ শতাংশ হবে (সারণী ৮.১)। পরোক্ষ কর (মূসক,

আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক)-এর ১৫.৭ শতাংশ প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির বিপরীতে আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি উচ্চতর ২১.৫ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণী ৮.২)।

কর-বহির্ভূত রাজস্ব উৎসের মধ্যে অর্থবছর ০৭-এর আয় ও মুনাফার ওপর করের ৫৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় নিম্নতর ২৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর ০৭-এর প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তির ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় উচ্চতর ২৯.২ শতাংশ বৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়। ভাড়া ও ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ২০.০ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে ধরা হয়েছে।

অর্থবছর ০৮ বাজেটে আমদানিভিত্তিক রাজস্ব নির্ভরতা কমানো এবং স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব উৎস অর্থাৎ আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর (মূসক) জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পণ্যের মূল্য সহনীয় সীমায় রাখতে শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং মধ্যবর্তী পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

করদাতাদের ফাঁকির প্রবণতার সাথে সাথে পদ্ধতিগত জটিলতার ফলে বিগত বছরগুলোতে কম কর রাজস্ব আহরণ হয়েছে। দেশে একটি স্বচ্ছ ও সহজ কর-ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন এবং কর নীতিকে কর প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণ বিবেচনাধীন রয়েছে। শুল্ক কাঠামো সহজীকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য ও মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্ক হারের পার্থক্য বৃদ্ধি করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে শুল্ক স্তরসমূহের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্বের ওপরও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে কর-বহির্ভূত রাজস্ব ভিত্তি সম্প্রসারণ, বিদ্যমান হারসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে পুনর্নির্ধারণ, নতুন ক্ষেত্র সংযোজন, আদায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং লিকেজ (Leakage) বন্ধ করা।

(খ) ব্যয়

৮.১১ অর্থবছর ০৭-এর সংশোধিত মোট সরকারি ব্যয়ের তুলনায় অর্থবছর ০৮-এ ব্যয় ৩০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। চলতি ব্যয় ১৫.১ শতাংশ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২২.৭ শতাংশ এবং অন্যান্য ব্যয় ২৮৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। মোট ব্যয়-জিডিপি'র অনুপাত অর্থবছর ০৭-এর ১৪.৩ শতাংশের তুলনায় অর্থবছর ০৮-এ ১৬.৪ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণী ৮.১)।

৮.১২ অর্থবছর ০৮ বাজেটে চলতি ব্যয় দাঁড়ায় ৪৮৪.৩ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৮.১ ও ৮.৩)। মোট চলতি ব্যয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ করা হয়েছে সামাজিক খাতে, যার প্রধান অংশই ব্যয়িত হবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য , সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ কর্মসূচিতে (সারণী ৮.৪)। এ ব্যয় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

গতিশীল ও টেকসই উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে ১৯৭.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্রম-নিবিড় ও স্বল্প পুঁজি-নির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SMEs) পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি এসএমই ফাউন্ডেশন (SME Foundation) প্রতিষ্ঠার জন্য ১.০ বিলিয়ন টাকা এনডাউমেন্ট (Endowment) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির কেন্দ্র কৃষি। খাদ্যশস্যের ব্যাপক চাহিদা পূরণ ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। কৃষি খাতের জন্য ৬৯.০ বিলিয়ন টাকা (কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ৩.৫ বিলিয়ন টাকা এনডাউমেন্ট বরাদ্দসহ) বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদ্যমান সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (Equity Entrepreneurship Fund, EEF)-কে কৃষি সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল ও তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোগ তহবিলে বিভাজন করে প্রতিটি তহবিলে ১.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে "দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা" শীর্ষক একটি পাইলট কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এটি নিরাপদ মাতৃত্ব ও হতদরিদ্র মায়েদের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির সাথে সাথে নিরাপদ জন্ম ও শিশুর সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করবে। সন্তানসম্ভবা মায়েরা প্রতিমাসে ৩০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার ইউনিয়নে ৪৫ হাজার মাকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। অর্থবছর ০৮ বাজেটে এ কর্মসূচির অনুকূলে ০.২ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বক্স ৮.১

অর্থবছর ০৮ বাজেটের প্রধান রাজস্ব পদক্ষেপসমূহ

(ক) আয়কর

- ন্যূনতম পরিশোধযোগ্য আয়কর ১,৮০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকায় বৃদ্ধি।
- ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ১২০,০০০ টাকা থেকে ১৫০,০০০ টাকায় উন্নীত। সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ হারে কর প্রদানকারী করদাতা যদি ২০০৮-০৯ করবছরে ১০ শতাংশ বা তার বেশি হারে আয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন তাহলে আয়ের ঐ বর্ধিতাংশের ওপর প্রদেয় করে ১০ শতাংশ রেয়াত প্রদান।
- 'সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি' প্রচলন।
- লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে টার্নওভারের ভিত্তিতে ন্যূনতম করহার ০.৫০ শতাংশ থেকে ০.২৫ শতাংশে হ্রাস।
- বার্ষিক ২৫,০০০ টাকার (পরবর্তীতে বার্ষিক ১৫০,০০০ টাকায় উন্নীত) বেশি সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ আয় থেকে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের প্রচলন।
- ক্রেডিট কার্ডের বিল থেকে উৎসে কর কর্তনের বিধান বিলোপ।
- নির্ধারিত হারে কর প্রদানের শর্তে অপ্রদর্শিত ও কর-অব্যাখ্যাত আয় দ্বারা বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় এবং জমি ও গাড়ি ক্রয়ের বিনিয়োগ প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণের বিধান বিলোপ।
- সকল রপ্তানি আয় থেকে ০.২৫ শতাংশ হারে চূড়ান্ত পরিশোধিত করদায় হিসেবে উৎসে কর কর্তন।
- অনিবাসী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রদত্ত কর রেয়াত সুবিধা বর্ধন।
- সৌর শক্তি উৎপাদনাগারের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান।

(খ) আমদানি শুল্ক

- ৪ শতাংশ অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।
- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি শুল্ক হার যথাক্রমে ৫ শতাংশ ও ১২ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি। তৈরি পণ্যের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত।
- সম্পূরক শুল্কের ১৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশের দুটি স্তরকে একক ২০ শতাংশ হারে একীভূতকরণ।
- কৃষিতে ব্যবহার্য পাম্পসহ সকল ধরনের পাম্পের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক।
- অপরিশোধিত ভোজ্য তেল ও মসুর ডালের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।
- চাল, গম, পেঁয়াজ, মটর ডাল, ছোলা ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত।
- ইনসুলিনসহ বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী ওষুধ এবং সারের শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত।
- অপরিশোধিত চিনির ওপর নির্দিষ্ট শুল্ক ২,২৫০ টাকার পরিবর্তে ৪,০০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণ।
- নিউজপ্রিন্ট আমদানির ওপর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে হ্রাস এবং সংবাদপত্রে ব্যবহারের জন্য নিউজপ্রিন্ট ও নিউজপ্রিন্টের কাঁচামালকে শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান।

(গ) মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

- কর ফাঁকির ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন দণ্ড প্রদেয় করের ৫০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে এবং সর্বোচ্চ দণ্ড ২০০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে হ্রাস।
- লঘু অনিয়মের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দণ্ড ৫০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকায় হ্রাস।
- গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দণ্ড ৩০০,০০০ টাকা থেকে ১০০,০০০ টাকায় হ্রাস।
- প্রতি বছর বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নবায়ন প্রথা বিলুপ্তকরণ।
- কুটির শিল্পের জন্য প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধনের সীমা ৫০০,০০০ টাকা থেকে ৭০০,০০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণ।
- কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, বেসরকারি চিকিৎসা এবং প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের ওপর সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তিতে ৪.৫ শতাংশ হারে মূসক আরোপ।

বক্স ৮.২

অর্থবছর ০৮ বাজেটের প্রধান ব্যয় পদক্ষেপসমূহ

(ক) উন্নয়ন ব্যয় ও অনুন্নয়ন ব্যয়

- মোট বাজেটের আকার দাঁড়ায় ৮৭১.৪ বিলিয়ন টাকা।
- প্রাক্কলিত অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় যথাক্রমে ৫২৯.৩ বিলিয়ন টাকা ও ২৮৪.৮ বিলিয়ন টাকা।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর ক্রমপুঞ্জীভূত ক্ষতির ফলে উদ্ভূত ৭৫.২ বিলিয়ন টাকার দায় গ্রহণ।
- রাজস্ব বাজেট থেকে কর্মসংস্থান সৃজন ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য ১৫.১ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ।
- এডিপি-বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও স্থানান্তর বাবদ ৪.৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ।
- দারিদ্র্য নিরসন খাতে মোট বাজেটের ৫৭ শতাংশ বরাদ্দ।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে মোট বাজেটের ২৫ শতাংশ বরাদ্দ।
- শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ১২৩.৭ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ১৩.৫ শতাংশ বেশি।
- সুদ পরিশোধ খাতে বরাদ্দ ১০৭.৯ বিলিয়ন টাকা (অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ১৭.৮ শতাংশ বেশি।
- স্থানীয় সরকার ও পল্লি-উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৭৪.৬ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ১.৬ শতাংশ বেশি।
- পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ ৭০.০ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ১৭.৬ শতাংশ বেশি।
- কৃষি খাতে বরাদ্দ ৬৯.০ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ২৯.৮ শতাংশ বেশি।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ৫৪.৭ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ১০.৩ শতাংশ বেশি।
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ ৪৫.৯ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ৫১.২ শতাংশ বেশি।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ৩৯.০ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে ৩৩.৮ শতাংশ বেশি।

(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২৬৫.০ বিলিয়ন টাকায় প্রাক্কলন করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২২.৭ শতাংশ বেশি।

এতিমখানা ও এরূপ অন্যান্য নিবাসে শিশুদের খোরাকী ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি এতিমখানার শিশুদের মাথাপিছু ক্যাপিটেশন গ্রান্ট ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার হার বিদ্যমান সকল স্তরে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতার হার ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। অক্ষম প্রতিবন্ধীদের ভাতার হার ২০০ টাকা থেকে ২২০ টাকা ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৬৬,০০০ থেকে ২০০,০০০ এ উন্নীত করে এ বাবদ ০.৫ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃজনমূলক কর্মসূচির বাইরে পল্লি-অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৫.৫ বিলিয়ন টাকা দেয়া হয়েছে।

অর্থবছর ০৮ বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪৫.৯ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তথ্য, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে ১৯.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৮.১৩ অর্থবছর ০৮-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২৬৫.০ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণ করা হয়, যা অর্থবছর ০৭-এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২১৬.০ বিলিয়ন টাকা অপেক্ষা ২২.৭ শতাংশ বেশি। মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির

৩১.১ শতাংশ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৪.৫ শতাংশ পেয়েছে সামাজিক খাত (সারণী ৮.৫)।

(গ) ঘাটতি ও অর্থায়ন

৮.১৪ অর্থবছর ০৮-এ প্রাক্কলিত ২৯৮.৪ বিলিয়ন টাকা বাজেট ঘাটতি অর্থবছর ০৭-এ ঘাটতির তুলনায় ১২৪.৭ বিলিয়ন টাকা বেশি। অর্থবছর ০৮-এ ৫.৬ শতাংশ বাজেট ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ০৭-এর ৩.৭ শতাংশের তুলনায় বেশি। আশা করা হচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতির ১৯২.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশ) পূরণ করা হবে, যা অর্থবছর ০৭ সংশোধিত বাজেটে ছিল ১০০.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ২.১ শতাংশ) এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১০৫.৬ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ) মেটানো হবে, যা অর্থবছর ০৭-এ ছিল ৭৩.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ১.৬ শতাংশ) (চার্ট ৮.৩ ও ৮.৪)। অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৯২.৮ বিলিয়ন টাকার মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ ৭২.৫ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মোট পরিশোধকৃত সুদের পরিমাণ অর্থবছর ০৭-এর মোট রাজস্বের ১৮.৫ শতাংশের তুলনায় অর্থবছর ০৮-এ ১৮.৮ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৮.১৫ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে অর্থবছর ০৮ বাজেট পেশ করা হয়। এ সরকারকে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা, বেসরকারি খাত চালিত প্রবৃদ্ধির বাধাগুলো দূর করা, দারিদ্র্য কমানো, অঞ্চলভিত্তিক ও আয় সমতা নিশ্চিত করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দারিদ্র্য নিরসন হলো এ বাজেটের লক্ষ্য। বাজেটে দরিদ্রমুখী উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির অঙ্গীকার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচিতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলে মোট বাজেটের ৫৭ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর হলো মানব সম্পদ। এ খাতে মোট সম্পদের ২৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তি; স্থানীয় সরকার ও পলি-উন্নয়ন; পরিবহন ও যোগাযোগ; কৃষি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং জ্বালানি খাতে বর্ধিত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

অর্থবছর ০৮-এর বাজেটে উলেখিত রাজস্ব পদক্ষেপসমূহ যথাযথ। এটি স্বীকৃত যে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত কম। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির তুলনায় রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর নির্ধারণের মান উন্নীতকরণ, আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ, অফিস অটোমেশন, কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং প্রায়োগিক গবেষণার বিশাল কাজ হাতে নেয়া।

বাজেটে পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শুল্ক কাঠামো সহজীকরণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষার লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামালের ওপর শুল্ক হারসমূহ যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

বাজেটে দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কিছু লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তখনই পাওয়া যাবে, যখন এর বাস্তবায়ন হবে যথাযথ। সরকারি ব্যয়ে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বাড়াতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যক।